सा विद्या या विमुक्तये

অভিজ্ঞান

শ্যামসুন্দর কলেজ

প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৮

(সরকার অনুমোদিত)

শিক্ষাবর্ষ :২০২৫-২০২৬

শ্যামসুন্দর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২৪

NAAC (3rd Cycle) B+

ওয়েবসাইট : www.syamsundarcollege.ac.in
ই-মেল : syamsundarcollegebwn@gmail.com
principal.syamsundarcollege@gmail.com
দূরভাষ : ০৩৪৫১-২৬০০১৬ ০৮০০১১৭৭৩৭০

सा विद्या या विमुक्तये

অভিজ্ঞান

শ্যামসুন্দর কলেজ

প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৮

(সরকার অনুমোদিত)

শিক্ষাবর্ষ :২০২৫-২০২৬

শ্যামসুন্দর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২৪

ওয়েবসাইট : www.syamsundarcollege.ac.in

ই-মেল : syamsundarcollegebwn@gmail.com

principal.syamsundarcollege@gmail.com

দূরভাষ : ০৩৪৫১-২৬০০১৬ ০৮০০১১৭৭৩৭০

NAAC (3rd Cycle) B+

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শ্যামসুন্দর কলেজ সমগ্র দক্ষিণ দামোদরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগ যেমন—কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এখানে প্রাতঃবিভাগেও পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে, যেখানে প্রতিরক্ষা বিদ্যার মতো বৃত্তি অনুসারী কোর্সও বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পড়ানো হয়। কিছু সংখ্যক অধ্যাপক দেশে-বিদেশে তাঁদের গবেষণাকার্যের জন্য প্রশংশিত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই কলেজ শুরু হয়েছিল পারিপার্শ্বিক গ্রাম্য এলাকায় প্রত্যেক পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্নাতক তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে—এই মহৎ উদ্দেশ্য আগামী দিনেও পূর্ণ হওয়ার আশা রাখি।

অধ্যক্ষের বিবৃতি

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শ্যামসুন্দর কলেজ (গভ. স্পনসর্ড)-এর অধ্যক্ষ হিসেবে আমি সবাইকে হার্দিক স্বাগত জানাই। ১৯৪৮ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে পরেই প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হওয়া আমার কাছে অত্যন্ত সম্মান ও শ্লাঘার বিষয়। দক্ষিণ দামোদর অববাহিকার গ্রামীণ পরিবেশে স্থাপিত এই কলেজ বর্ধমান, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় সুদীর্ঘকাল ধরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রসারের কাজে নিবেদিত। তিন হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দিবা বিভাগ ও সম্প্রসারিত প্রাত: বিভাগ সমন্বিত এই মহাবিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার অধিকাংশ বিষয়ের স্নাতক-সাম্মানিক কোর্স পড়ানো হয়ে থাকে।

আমরা বিশেষভাবে গর্বিত এই কলেজের নিষ্ঠাবান, সুদক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীমণ্ডলীর জন্য যাঁরা মহাবিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিবেশ কলেজে বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট। সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের বিবিধ দক্ষতা তথা অভিজ্ঞতাসমূহের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। এই সমস্ত রকমের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল কলেজের পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের কলেজ-পরবর্তী বৃহত্তর জীবনের জন্য উপযুক্ত করে প্রস্তুত করে দেওয়া ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

আমাদের শ্যামসুন্দর কলেজ একটি কর্মমুখর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে গড়ে ওঠা ত্রি-মুখী অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করে।এই কলেজ সম্পর্কে আমরা গর্ব অনুভব করি, কারণ এই কলেজ ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কৃত-কৌশল, আত্মনির্ভরশীলতা ও জীবনের প্রতি একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, যা তাদের সার্বিক বিকাশে সাহায্য করে। শ্যামসুন্দর কলেজ শিক্ষাগত উৎকর্ষতাকে অর্জন ও সংরক্ষণ করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টারত এবং সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিবিধ সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ নির্ভর করে উচ্চমাত্রার মূল্যবোধ ও নীতিসমূহকে বজায় রাখার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগতক্ষেত্র, সমাজ-কল্যাণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতায় অবদানের উপর। আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই সকলক্ষেত্রে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে।

শ্যামসুন্দর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন 'রায়বাহাদুর' বিশালাক্ষ বসু মহাশয়, ১৯৪৮ সালে ১২ আগস্ট। তিনি ছিলেন রায়না-শ্যামসুন্দর এলাকার সম্মানীয় সমাজসংস্কারক ও লোকহিতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন এই কলেজের পরিচালন সমিতির প্রথম সভাপতি। এই কলেজের প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় 'রায়বাহাদুর' বিশালাক্ষ বসু মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রী শিবমোহন বসু প্রথম অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে সরকারী শিক্ষা গেজেটে এই কলেজ প্রথম Government Sponsored Degree College-এর মর্যাদা লাভ করে। সম্প্রতি ২০২৩ সালে আমাদের কলেজ তৃতীয় পর্যায়ে NAAC-কর্তৃক B+স্বীকৃতি অর্জন করে মূল্যায়িত হয়েছে। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক থেকে আমাদের কলেজ ২০১৯ সালে 'ভারত উৎকর্ষ' প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে বিশেষ স্বীকৃতিও সামান্য আর্থিক সম্মাননা লাভ করেছে।

সময়ের আহ্বানে সকলের সঙ্গে একসাথে পা মিলিয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবার সময় এখন। বিগত শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২৪ থেকেই চার বছরের নূতন পাঠক্রম NEP ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। নিকট অতীতে শ্যামসুন্দর কলেজের সাথে অন্যান্য বেশকিছু খ্যাতনামা শিক্ষাগত ও পেশাগত প্রতিষ্ঠান, যেমন বর্ধমানের MUC Women's College, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, Krishnagar Girls' College এবং কলকাতার EIILM (Eastern Indian Institute of Learning and Management)-এর সহিত MOU স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সম্প্রতি সর্বভারতীয় সংস্থা 'INTERNSALA' আমাদের কলেজের সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতি অত্যন্ত প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত, যাঁরা সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন ও চাহিদার বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সজাগ। কলেজের পরিচালকবর্গ ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করেন এবং এই ধরণের প্রচেষ্টাগুলির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে থাকেন। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে কয়েকটি নতুন বিষয় ও পাঠক্রম খোলা হয়েছে কলেজে, যেমন Music (Vocal), Defence Studies এবং Philosophy-তে স্নাতক। এছাড়াও আমাদের কলেজে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর (M.A. in History) পাঠক্রম পড়ানো শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। ২০২১-২২ বর্ষব্যাপী কলেজ তার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্যাপন করেছে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের PWD (Social Sector) বিভাগ কলেজের জন্য চারতলা Annex Building নির্মাণ করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। অপর একটি আনন্দ ও গর্বের বিষয় হল আমাদের শ্যামসুন্দর কলেজ নিকট অতীতে NAAC কর্তৃকগণ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার সুবাদে সম্প্রতি RUSA অনুদান লাভ করেছে। সেই মতো প্রথম পর্যায়ে কলেজের মূল ভবন সংস্কার ও লাইব্রেরির উন্নীতকরণ সম্ভব হয়েছে। অতি সম্প্রতি দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষার্থে মাননীয়া সাংসদ লোকসভা ড. শর্মিলা সরকার মহাশয়া তাঁর MPLAD তহবিল থেকে কলেজকে একটি গ্রীণ জেনারেটর প্রদান করেছেন। কলেজের এই সকল মহতী লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করার জন্য অধ্যক্ষ সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা- শিক্ষাকর্মীবৃন্দ আন্তরিকভাবে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে অভ্যস্ত। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ঘোষিত লক্ষ্য-বাণী হল 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' (শিক্ষা মুক্তির পথ দেখায়), যা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দান করে চলেছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে।

ড. গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ

শ্যামসুন্দর কলেজ

NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত

শ্যামসুন্দর কলেজ কর্তৃক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে স্থান B লাভ করেছিল। দ্বিতীয়বার পুনর্মূল্যায়নের ফল হিসেবে কলেজ B+ গ্রেড মান প্রাপ্ত হয়েছিল। সম্প্রতি ২০২৩ সালে তৃতীয়বার পুনর্মূল্যায়নের ফল স্বরূপও কলেজ তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে B+ গ্রেড মান প্রাপ্ত হয়েছে।

অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

শ্যামসুন্দর কলেজটি বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্ভুক্ত। বর্ধমানে আলিশা বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি আসা যায়। বর্ধমান-জামালপুর, বর্ধমান-আরামবাগ (ভায়া মুথাডাঙ্গা) এবং বর্ধমান-তারকেশ্বর — এই সকল রুটের বাস শ্যামসুন্দরে থামে।

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের কোর্সসমূহ

ইতিহাসে এম.এ. (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী অনুসারে) : দ্বি-বার্ষিক। অন্যদিকে Programme under curriculam and Credit Framework for undergraduate Programme (CCFUP) as per NEP ২০২০ অনুসারে শ্যামসুন্দর কলেজে দুটি প্রোগ্রাম পড়ানো হয়:

১. চতুর্থ বার্ষিক বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম, অনার্স কোর্স এবং গবেষণা সহ অনার্স।
২. ত্রি-বার্ষিক বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম. ডিগ্রি কোর্স

   NEP ব্যবস্থায় একটি শিক্ষাবর্ষ জুলাই থেকে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি থেকে জুন—ছয় মাস সময়কালীন দুটি সেমেস্টারে বিভক্ত। পুরো প্রোগ্রামটি মোট ছটি আটটি সেমেস্টারে পড়ানো হয়। এই ব্যবস্থায় পঠনপাঠন ও মূল্যায়ন পূর্বে চালু থাকা ব্যবস্থার নিয়মের থেকে অনেকটাই আলাদা। এই নতুন ব্যবস্থায় পড়াশোনো করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক :

- চার বছর ও তিন বছরের অনার্স ও ডিগ্রি উভয় কোর্সেই মেজর সাবজেক্টের সাথে মাইনর সাবজেক্ট পড়তে হবে।
- এছাড়াও Multidisciplinary Course, SEC, Value Added Course, AECC, Summer Internship করতে হবে।
- কেবলমাত্র অনার্স চতুর্থ বছরে Theory Paper-এর পরিবর্তে Research Project / Dissertation করার সুযোগ আছে।

4th Year Graduate Honours Course

NEP 2020 ব্যবস্থায় স্নাতক কোর্সে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে অনার্স (সাম্মানিক) পড়ানো হবে :

কলাবিভাগ : মেজর সাবজেক্ট

বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, দর্শন ও শারীরবিদ্যা ও খেলাধূলা

বিজ্ঞানবিভাগ :

রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান

বাণিজ্য বিভাগ :

হিসাবশাস্ত্র

ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রি কোর্স (দিবা ও প্রাতঃ বিভাগ)

কলাবিভাগ : মেজর সাবজেক্ট

বাংলা (দিবা ও প্রাতঃ বিভাগ)
দর্শন (দিবা ও প্রাতঃ বিভাগ)
ডিফেন্স (প্রাতঃ বিভাগ)
ইংরাজি (দিবা বিভাগ)
ভূগোল (দিবা বিভাগ)
সঙ্গীত মিউজিক (দিবা বিভাগ)
ইতিহাস (দিবা ও প্রাতঃ বিভাগ)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (দিবা ও প্রাতঃ বিভাগ)
শরীরবিদ্যা (প্রাতঃ বিভাগ)
অর্থনীতি (দিবা বিভাগ)
শিক্ষাবিজ্ঞান (দিবা বিভাগ)

বিজ্ঞানবিভাগ :

রসায়নবিদ্যা
উদ্ভিদবিদ্যা
গণিত
পদার্থবিদ্যা
প্রাণীবিদ্যা
পরিবেশবিজ্ঞান

বাণিজ্যবিভাগ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রম অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। কোর্সগুলির বিস্তারিত বিবরণ, কোর্সের ক্রেডিটমান, ও প্রতিটি কোর্সের পছন্দ তালিকা, পাঠক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এবং ভর্তির পর যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে জানা যাবে।

দ্বি-বার্ষিক স্নাতোকোত্তর কোর্স (দিবা বিভাগ)

ইতিহাস (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ক্রমে ও নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী কলেজে ইতিহাস বিষয়ে এম.এ. কোর্সে পঠনপাঠন হয়। আসন সংখ্যা কুড়ি।)

প্রোগ্রামগুলিতে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

- প্রথম বর্ষে প্রথম সেমেস্টারে ভর্তির জন্য কোন ছাত্র বা ছাত্রী তার মেরিট স্কোর-এর ভিত্তিতে ক্রম তালিকা অনুযায়ী অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে শুধুমাত্র Major Subject-এর জন্য নির্বাচিত হবে এবং পরবর্তী সময়ে ঐ ছাত্র বা ছাত্রী কলেজে এসে তার Minor Subject ও Multi/Interdisciplinary Subject নির্বাচন করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় Minor Subject হিসাবে Major Subject-এর যে কোন একটি নিয়ে তা থেকে দুটি কোর্স নির্বাচন করতে হবে।

- Multi/Interdisciplinary Course-এর ক্ষেত্রে একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার Major এবং Minor Subject-এর বাইরে কোন একটি Subject নির্বাচন করবে।

- কোনো ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় তিন বছরের স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়ে পরবর্তীতে চার বছরের সাম্মানিক স্তরে পড়াশোনা করতে চাইলে ছাত্রছাত্রিটি Lateral Entry-র সুযোগ পাবে যদি 6th Semester পর্যন্ত Major Subject-এর CGPA কমপক্ষে ৭০% নম্বরের সমতুল হয়। এক্ষেত্রে ঐ Major বিষয়ে সর্বোচ্চ ১০% আসনে ছাত্রছাত্রীরা প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে 7th Semester-এ ভর্তির সুযোগ পাবে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন

শিক্ষণ-লিখন পদ্ধতি দ্বারা

১. **নিয়মিত উপস্থিতি :** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশানুসারে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। নিয়মিত উপর INTERNAL MARKS নির্ভরশীল। ন্যূনতম দিন ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায় না। অবশ্য যদি কোনো ছাত্রছাত্রী শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে না পারে সেক্ষেত্রে তার অভিভাবককে কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে অনুপস্থিতির পাঁচ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যোগাযোগ করতে হবে। কলেজ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত ও অংশগ্রহণের উপরেই শিক্ষার মানোন্নয়ন নির্ভর করে। এজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতির সাথে ধারাবাহিক পরীক্ষার ফলকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসার অনুমতির ক্ষেত্রে।

২. **ছাত্রছাত্রীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন :** ছাত্রছাত্রীদের শিখনের উন্নতিকল্পে নিয়মিত ধারাবাহিক পরীক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর জন্যে NEP2020-র ব্যবস্থায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবিধি অনুযায়ী নিরন্তর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক ক্লাস পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই ধারাবাহিক মূল্যায়নের কার্যকরী করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত আরও কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

(ক) **শিক্ষক-অভিভাবক আলোচন উদ্যোগ :** একজন ছাত্রছাত্রীর উন্নতির জন্য তার অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের একটি আলোচনা ক্ষেত্র থাকা দরকার। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে থাকে।

(খ) **শিক্ষকদের মূল্যায়ন :** সমস্ত বিভাগের তৃতীয়বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের, লাইব্রেরিয়ান, শিক্ষাকর্মী, প্রিন্সিপাল ও শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে তাদের মতামত দিয়ে থাকে নির্দিষ্ট ফর্ম-পূরণ করে, তাদের মতামত ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিভাগে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়।

সহশিক্ষা কার্যাবলী

১. **সেমিনার কনফারেন্স কর্মশালা বক্তৃতা :** বিগত বছরগুলিতে বেশ কয়েকটি ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল স্তরের (ইউজিসি-র অর্থানুকূল্যে বা কলেজ তহবিল থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত) বিভাগীয় সেমিনার এবং কর্মশালা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গের বক্তৃতা, এমনকি তা আন্তঃবিভাগীয় স্তরেও হতে পারে। আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী শিক্ষাবর্ষে এই ধরনের আরও সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২. **শিক্ষামূলক ভ্রমণ :** অনেক বিভাগ তাদের পাঠ্যসূচির বাইরেও একটি করে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে থাকে, যা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয় এবং পাঠ্যসূচির অতিরিক্ত বিষয়কে আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করে।

৩. **বিভাগীয় প্রদর্শনী :** প্রতিবছর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রতিযোগিতামূলক বিভাগীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এই ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়ে তাদের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়।

অত্যাবশ্যকীয় পরিকাঠামো

১. **গ্রন্থাগার :** গ্রন্থাগারটি কলেজের রজত জয়ন্তী বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড্ (COHA সফটওয়্যার)। গ্রন্থাগার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কলেজের প্রাতঃ ও দিবা উভয় বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্যই খোলা থাকে। এখানে ৩০ হাজারেরও বেশি পাঠ্যবই ও সহকারী বই আছে। এখানে বহু মূল্যবান প্রাচীন পুথি ও বই আছে। সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কলেজের ভর্তির একমাসের মধ্যে গ্রন্থাগার থেকে বই পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কার্ড দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকর্মীরা বই নেওয়া-দেওয়ার কাজটি দায়িত্বের সাথে পালন করে থাকেন। এর জন্য সকল গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে কিছু নিয়মিত নীতি অনুসরণ করতে হয়।

২. **পাঠকক্ষ :** ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারের সংলগ্ন কক্ষের মধ্যেই বসে পড়ার সুবন্দোবস্ত আছে। অতি সম্প্রতি পঠনকক্ষটির বিশেষ সংস্কার করা হয়েছে, জার্নাল ম্যাগাজিন পড়া ও কম্পিউটারে কাজ করার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৩. **ইন্টারনেট সুযোগ-ব্রডব্যান্ড ওয়াই-ফাই সার্ভিস :** ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিনামূল্যে তথ্য সংগ্রহ করারও সুযোগ আছে।

৪. সমগ্র কলেজ আলাদাভাবে বিশেষ বিশেষ স্থান যেমন গ্রন্থাগার ও প্রয়োগশালাগুলি CCTV-র অধীন নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধাপ্রদান

১. **ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস :** ছাত্র এবং ছাত্রীদের পৃথকভাবে থাকার জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের সুবন্দোবস্ত আছে। সম্প্রতি UGC-এর অর্থানুকুল্যে একটি প্রশস্ত ও সুসজ্জিত ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হয়েছে কলেজের সম্প্রসারিত ক্যাম্পাসে।

২. **আর্থিক সাহায্যপ্রদান :** প্রতি বছর বহু ছাত্রছাত্রী সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন স্পনসরিং এজেন্সির কাছ থেকে স্কলারশিপ্ পেয়ে থাকে। সরকারি আর্থিক সাহায্য পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে সাধারণ তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য। আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্যও সরকারি প্রকল্পের অধীন বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী এবং Minority Scholarship দেওয়া হয়। ছাত্রসংসদ আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ পরিবার থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৩. **পুরস্কার প্রদান :** বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও দৈনন্দিন কলেজের উপস্থিতির হার ও ক্লাসে পাঠ্যবিষয়ে দক্ষতার পরিচয়ের ভিত্তিতেও তাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা আছে। সবথেকে বেশি লাইব্রেরি ব্যবহারকারী ছাত্রছাত্রীদেরও পুরস্কৃত করা হয়।এবিষয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক অফ্ ইন্ডিয়া, শ্যামসুন্দর শাখা পুরস্কার, সম্মাননা এবং কলেজ শংসাপত্র প্রদানে প্রতি বছর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

কলেজের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

১. **নিয়মানুবর্তিতা :** শিক্ষাঙ্গণে নিয়মানুবর্তিতা একটি অপরিহার্য বিষয়। সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কলেজের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হয়। শিক্ষাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হয়। তাদের সকল ধরনের অশালীন কাজকর্ম ও নেশা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি কলেজের বাইরেও তাদের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো আচরণ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে অথবা খেলার মাঠে অথবা কোনো অনুষ্ঠানে অভব্য আচরণ থেকে বিরত থাকবে। পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন বা অন্য ব্যক্তির সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সে রুচিবান হবে।

২. **অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা :** কোনো ছাত্রছাত্রীর কলেজের কোনো বিষয় আপত্তিকর মনে হলে সে অভিযোগ জানাতে পারে। অভিযোগের বিষয়ে একটি চিঠি লিখে কলেজের অভ্যন্তরস্থ একটি বাক্স (Grievance Box) আছে তাতে জমা দিতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সারবত্তা বিচার করে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. **অ্যান্টি-র‍্যাগিং বা র‍্যাগিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা :** কলেজের অভ্যন্তরে বা ছাত্রাবাসে যে কোনো ধরনের র‍্যাগিং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুততার সাথে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি বিচার করে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও ইউনির্ভাসিটি গ্রান্টস্ কমিশনের নির্দেশ কলেজ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।

৪. আভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিষ্পত্তিকারক কমিটি (Internal Complaint Committee বা ICC) কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা গঠিত এই কমিটি সকলের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত। ঘরে-বাইরে উভয়ক্ষেত্রে ছাত্রীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়টি নিয়ে এই কমিটি ভাবনা করে থাকে। কলেজের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে এই কমিটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে সকলের অবগতির জন্য নিবন্ধীকরণ করে থাকে। ছাত্রী ও মহিলা কর্মী ও শিক্ষিকাদের স্বাস্থ্য চেতনার উন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের দিকটি বিবেচনা করে অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সরকারি উদ্যোগের সহায়তায় সুরক্ষিত স্থানে স্বয়ংক্রিয় স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেণ্ডিং মেশিন ও ইনসিনেরেটর মেশিন স্থাপন করেছে। এছাড়াও এই কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ও ছাত্রীদের বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা কর্মশালার আয়োজন হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের বিশিষ্ট স্ত্রী-চিকিৎসকদের সঙ্গে বিশেষ ধরণের MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে, এর ফলে ছাত্রীরা প্রায় বিনা ফি-তে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে।

যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ

১. **ছাত্রসংসদ** : সকল কলেজে ভর্তি সকল ছাত্রছাত্রীই ছাত্রসংসদের সদস্য। প্রতি বছর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ গঠিত হয়। এর মূল কাজ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো পর্যালোচনা করা, বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা, একটি বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা ইত্যাদি। ছাত্র সংসদ প্রতি বছর দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

২. **ছাত্রছাত্রীদের উন্নতিবিধানে বিভিন্ন কমিটি :** ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দেয়, যাঁরা ছাত্র সংসদ ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের বিভিন্ন বিষয় সুপরামর্শ দিয়ে থাকে।

৩. **I.Q.A.C. :** কলেজের I.Q.A.C. সেল শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও ছাত্রছাত্রীদের উন্নতিকল্পে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলে। এই সেল নিয়মিত বিভিন্ন মিটিং বা আলোচনার মাধ্যমে কলেজের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে চলেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদোন্নতির বিষয়টিও তাঁরা প্রাথমিকভাবে দেখে থাকেন।

পাঠ্যসূচির অতিরিক্ত কার্যাবলী

NCC ও NSS : NCC ও NSS-এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কলেজের প্রিন্সিপালকে দরখাস্ত করে যোগদান করতে পারে। প্রতি সপ্তাহে গুচ্ছাগুচ্ছ তাদের ট্রেনিং দেয় এবং সারাবছর ধরে বিভিন্ন ক্যাম্প হয়, যা তাদের নিয়মানুবর্তি করে তোলে। NCC-এর এই ট্রেনিং-এর লক্ষ্য তাদের সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসে যোগদানের জন্য কিছুটা সাহায্য করা।

কলেজে NSS-এর তিনটি কার্যকরী ইউনিট আছে। এই সকল ইউনিট কলেজের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিয়োজিত থাকে। তার মধ্যে কলেজ প্রাঙ্গন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বিভিন্ন জনসচেতনামূলক ক্রিয়াকর্ম, স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

এছাড়াও প্রতি শিক্ষাবর্ষে কলেজের ৭০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ও স্থানীয় এলাকায় ‘পালিত গ্রাম’-এর উন্নতিকল্পে NSS অনেকগুলি কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

খেলাধূলা : কলেজ বিভিন্ন ইন্ডোর ও আউটডোর খেলার আয়োজন করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের এসকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। তাদের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণেও উৎসাহ দেওয়া হয়। বিশেষত শারীরশিক্ষা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও কলেজের হস্টেলে একটি মাল্টিজিমের ব্যবস্থা আছে। সকল ছাত্রছাত্রী সেটি ব্যবহার করতে পারে।

অন্যান্য উদ্যোগ

কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও প্লেসমেন্ট সেল : বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কলেজ একাধিক সেমিনার, প্রদর্শনশালা ও কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। অনেক ছাত্রছাত্রীই এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছে। কলেজ এর জন্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ লার্নিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট-এর সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে, যা সামনের দিনে আরও ফলপ্রসূ হবে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অফ-ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নামী প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই কর্মরত। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অতি সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসেই প্লেসমেন্টের বিশেষ কিছু সুযোগ তৈরি হয়েছে। গত দুইটি শিক্ষাবর্ষে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস (TCS) কলেজ ক্যাম্পাসে ১০০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির পর ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়োগও করেছে। এছাড়াও এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড কলেজে সফল স্কিল-এ প্রশিক্ষণ দান ও ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে কলেজের এক ছাত্রকে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করেছে। অতি সম্প্রতি PIBM, Pune-এর সাথে collaboration-য় একটি Employability Enhancement Course এবং Mahindra Pride Classroom কোর্সেরও আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও Internshala-য় রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান হওয়ার সুবাদে ছাত্রছাত্রীরা ইন্টার্নশিপ ও পার্ট টাইম চাকরীর সুযোগ পাচ্ছে। কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও প্লেসমেন্ট সেল-এর লক্ষ্য হল ভবিষ্যতে কলেজ ক্যাম্পাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আরও ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ ও নিয়োগভিত্তিক কর্মসূচী সংগঠিত করা। কলেজের কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেলের দপ্তরে চাকুরি সংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় বই ও পত্রপত্রিকা সংরক্ষিত থাকে।

চিকিৎসা পরিষেবা : কলেজের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে সম্প্রতি স্থানীয় একটি বেসরকারী নার্সিংহোমের সাথে চুক্তি হয়েছে যাতে এ বিষয়ে আরও ভালো পরিষেবা পাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ লার্নিং এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (EIILM)-এর সাথেও একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কেরিয়ার তৈরি করার সুযোগ পায়।

চিকিৎসা পরিষেবা : কলেজের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে সম্প্রতি স্থানীয় একটি বেসরকারী নার্সিংহোমের সাথে চুক্তি হয়েছে যাতে এ বিষয়ে আরও ভালো পরিষেবা পাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে।

ছাত্রছাত্রীদের বিনোদন ব্যবস্থা

মাল্টিজিম : কলেজের হস্টেলে একটি মাল্টিজিমের ব্যবস্থা আছে।
সকল ছাত্রছাত্রী সেটি ব্যবহার করতে পারে।
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম : সারা বছর ধরেই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন
ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। তার মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা
উল্লেখযোগ্য হল কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আবাহন'।
সাহিত্যগত নৈপুণ্যের প্রকাশ মেলে কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক পত্রিকায়। পত্রিকার নাম বর্তমানে 'অঙ্কুর'।
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে মউ (MOU) স্বাক্ষর : ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আদানপ্রদান, শিক্ষাদান সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য কলেজ বিভিন্ন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, যেমন—মহারাজা উদয়চাঁদ মহিলা কলেজ (বর্ধমান) এবং ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ নার্লিং ম্যানেজমেন্ট (কলকাতা)-র সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য কলেজ স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে।

সম্মান ও পুরস্কার

অধ্যক্ষ ড. গৌরী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অগাস্ট ২০১৫ সালে নিউ দিল্লির ভি.কে. মেনন ভবনে এক সুন্দর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'Best Educationist Award 2015' গ্রহণ করেছিলেন। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে উচ্চমানের পারদর্শিতার জন্য ড. বি.এন. সিং, প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলনাড়ু ও প্রাক্তন লোকসভার মন্ত্রী; ড. জি.ভি. কৃষ্ণমূর্তি, ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, ড. যোগিন্দর সিং, প্রাক্তন সি বি আই ডিরেকটর এবং IIEM (International Institute of Education & Management), নিউ দিল্লির পক্ষ থেকে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে স্বর্ণপদকসহ প্রশংসাপত্র দ্বারা সম্মানিত হন। এতদতিরিক্ত তিনি Golden Aim Award-এর পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্যপ্রদর্শন ও নেতৃত্বদানের জন্য Top 30 Iconic Principal Award পান ২০২১ সালে। সম্প্রতি ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৫ সালে উচ্চশিক্ষায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি IMRF Global Innovation Index Excellence Award-এ ভূষিত হয়েছেন।

ড. শোভন মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রসায়ন এবং ড. অর্ধেন্দু সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা —এনারও তাঁদের গবেষণাক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়েছেন।

এছাড়া কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের দু'জন ছাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Ministry of Youth 2015 আয়োজিত মডেল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদকসহ প্রশংসাপত্র গ্রহণ করে।

শিক্ষাবর্ষ (জুলাই-জুন)
শ্যামসুন্দর কলেজ পরিচালন সমিতি

১.	শ্রীমতী শম্পা ধাড়া	সভাপতি
২.	ড. প্রফ. গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রিন্সিপ্যাল ও সেক্রেটারি
৩.	ড. কালোসোনা রায়	প্রতিনিধি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৪.	প্রফ. অনিন্দিতা রায়	প্রতিনিধি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	ড. নিরঞ্জন মণ্ডল	প্রতিনিধি, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬.	ড. সন্তু ঘোষ	প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৭.	শ্রীমতী সোমজিতা পাণ্ডে	প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৮.	ড. অনুরাধা গুহঠাকুরতা	শিক্ষক প্রতিনিধি
৯.	প্রফ. ধীরেন্দ্রনাথ মাহাত	শিক্ষক প্রতিনিধি
১০.	শেখ মেহেবুব রহমান	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১১.	সাধারণ সম্পাদক	ছাত্র-প্রতিনিধি (বর্তমানে শূন্য)

কলেজ স্টাফ : একটি বিস্তারিত তথ্যপঞ্জি

প্রিন্সিপ্যাল : ড. গৌরী শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পি.এইচডি.

বারসার : ড জগন্নাথ হাটি

বিভাগীয় সদস্য

বাংলা বিভাগ

১.	ড. সাহিনুর খাতুন	এম.এ., এম.ফিল., পিএইচ.ডি., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২.	ড. অর্ধেন্দু সরকার	এম.এ., এম.ফিল., এম.এড., পিএইচ.ডি. অ্যাস্টিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩.	দিলীপ ভূমিজ	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪.	বাসন্তী মুর্মু	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৫.	পীযুষ মণ্ডল	এম.এ., এম.ফিল., SACT
৬.	বাপ্পাদিত্য সোম	এম.এ.,SACT
৭.	মলয় কুমার ভট্টাচার্য	এম.এ., SACT
৮.	সন্দীপ ঘোষাল	এম.এ., SACT
৯.	ভবদেব সামন্ত	এম.এ., SACT
১০.	অষ্টম কুমার মালিক	এম.এ., SACT
১১.	পুতুল মালিক	এম.এ., SACT

ইংরাজী বিভাগ

১.	সুপ্রীতি দেবনাথ	এম.এ.,অ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২.	প্রিয়াঙ্কা মল্লিক	এম.এ. , অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩.	ড. দেবপ্রিয়া ব্যানার্জী	এম.এ., পি.এইচডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪.	অনিন্দিতা লায়েক	এম.এ., এম.ফিল., SACT
৫.	তনিমা যশ সামন্ত	এম.এ., SACT
৬.	চিরঞ্জিত ঘোষ	এম.এ., SACT
৭.	সঙ্গীতা ভট্টাচার্য	এম.এ., SACT

সংস্কৃত বিভাগ

১.	ড. পুষ্করনাথ ভট্টাচার্য	এম.এ., পিএইচ.ডি., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২.	ড. অরুণ কুমার পোড়েল	এম.এ., এম.ফিল., পিএইচ.ডি., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
৩.	অনিমা বৈরাগী,	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪.	সুফি ফিরোজা হাসিন	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৫.	বুদ্ধদেব নায়েক	এম.এ., SACT
৬.	মৌসুমী বৈরাগ্য	এম.এ., এম.ফিল., SACT
৭.	সুলতা ঘোষ	এম.এ., SACT

ইতিহাস বিভাগ

১.	বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী এম.এ.	অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২.	ড. গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	এম.এ., পিএইচ.ডি.,প্রিন্সিপ্যাল
৩.	মিলনচন্দ্র রায়	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪.	ড. দেবদত্তা চ্যাটার্জী	এম.এ.,পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৫.	ড. জাহিদুর রহমান	এম.এ.,পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৬.	উদয় রায়	এম.এ., SACT, (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাতঃ বিভাগ)
৭.	দেবব্রত গোস্বামী	এম.এ.এম.ফিল., SACT, (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাতঃ বিভাগ)
৮.	সাধনা পাত্র	এম.এ., SACT
৯.	চৌধুরী মহম্মদ শামিম	এম.এ., SACT

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১. মৈত্রী পণ্ডিত	এম.এ., এম.ফিল., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
২. বুদ্ধদেব বাগ	এম.এ., এম.ফিল., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
৩. গণেশ রায়	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪. প্রিয়াংকা সামন্ত	এম.এ., SACT
৫. পারমিতা পাল	এম.এ., এম.ফিল., SACT
৬. মানস দত্ত	এম.এ., SACT

দর্শন বিভাগ

১. ড. পদ্মাবতী রক্ষিত	এম.এ., পিএইচ.ডি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. বিশ্বজিৎ ঘোষ	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩. জগন্নাথ যশ	এম.এ.,SACT
৪. মলয় কুমার সাঁই	এম.এ., SACT
৫. সুভাষ গুঁই	এম.এ., SACT
৬. রিম্পা ঘোষ	এম.এ, SACT

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১. বিষ্ণুকুমার চৌধুরী	এম.এ., বি.এড., SACT
২. মৌসুমী রায়	বি.পি.এড., এম.এ., SACT
৩. তন্ময় পাল	এম.এ., বি.এড., SACT
৪. চঞ্চল মালিক	এম.এ., বি.এড., SACT

শারীরবিদ্যা ও খেলাধূলা বিভাগ

১. মানস কাপাসি	এম.পি.এড., SACT
২. হরেন্দ্রনাথ পাত্র	এম.পি.এড., SACT
৩. সৈয়দ আজহার হোসেন	এম.পি.এড., SACT

অর্থনীতি বিভাগ

১. ড. শর্মিষ্ঠা সেন	এম.এসসি, এম.ফিল.,পিএইচ.ডি.,অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. প্রসেনজিৎ সরকার	এম.এ. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

বাণিজ্য বিভাগ

১. ড: জগন্নাথ হাটি	এম.কম., পিএইচ.ডি., এফ.সি.এম.এ. অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. ধীরেন্দ্রনাথ মাহাত	এম.কম., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
৩. অরবিন্দ ধাড়া	এম.কম., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪. অরিন্দম নন্দী	এম.সি.এ., SACT
৫. ড. জ্যোতির্ময় মজুমদার	এম.কম., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১. ড. সুদীপ্ত গঙ্গোপাধ্যায়	এম.এসসি., পিএইচ.ডি.,অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. ড. প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত	এম.এসসি, পিএইচ.ডি., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
৩. ড. অরুণ মল্ল চৌধুরী	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪. গৌরাঙ্গ হাজরা	এম.এসসি. , SACT
৫. চন্দন কুমার মিশ্র	এস.এসসি., SACT

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১. বিদিশা ভট্টাচার্য	এম.এসসি., এম.ফিল., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. ড. অনিকেত সিং	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩. ড. মৌ মুখোপাধ্যায়	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

রসায়ন বিভাগ

১. অদ্বৈত মণ্ডল	এম.এসসি., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. ড. শোভন মণ্ডল	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩. সমরেশ হাঁসদা	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪. অভিজিৎ সামন্ত	এম.এসসি, SACT
৫. জেসমিন হাজারি	এম.এসসি., SACT
৬. মনীষা কুণ্ডু	এম.এসসি., SACT
৭. ড. সান্তনু দে	এম.এসসি., SACT

গণিতবিদ্যা

১. ড. অচিন্ত্য রায়	এম.এসসি., পিএইচ.ডি.,অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. ড. অমিত শীল	এম.এসসি., পিএইচ.ডি.,অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩. ড. তোতন গড়াই	এম.এসসি., পিএইচ.ডি.,অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪. সৌরভ সর	এম.এসসি., SACT
৫. ফাল্গুনী ঘোষ	এম.এসসি., SACT

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১. ড. রাজু বিশ্বাস	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
২. মোসাররফ্ হোসেন	এম.এসসি., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
৩. নীলাঞ্জন ব্যানার্জী	এম.এসসি., SACT

ভূগোল বিভাগ

১. ড. অনুরাধা গুহঠাকুরতা,	এম.এসসি., এম.ফিল., পিএইচ.ডি., অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
২. ড. প্রকাশ রায়	এম.এ., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩. সেখ ইসমাইল	এম.এ.,SACT
৪. টোটন পাল	এম.এ., SACT
৫. অরুণাভ মুখার্জী	এম.এ.,SACT

পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ

১. ড. কমলেশ সেন	এম.এসসি., পিএইচ.ডি., SACT
২. শুভমিতা চ্যাটার্জী	এম.এসসি., এম.ফিল., বি.এড.,SACT
৩. অভিজিৎ বর্ধন	এম.এসসি., বি.এড.,SACT
৪. দেবলীনা অধিকারী	এম.এসসি.,SACT

সংগীত বিভাগ

১. মৌসুমী মণ্ডল	এম.এ., SACT
২. সেখ খইরুল বাসার	এম.এ., SACT
৩. এষা আজাহার	এম.এ., SACT
৪. প্রাণ মুকুন্দ পাল	এম.এ., SACT

প্রতিরক্ষাবিদ্যা বিভাগ

১. তন্ময় শীল — এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

গ্রন্থাগার বিভাগ

১. শ্রী শ্যামাপদ পণ্ডিত, এম.কম., এম.লিব., বি.এড. — লাইব্রেরিয়ান

২. ড. অরূপ কুমার মণ্ডল, এম.পি.এ., এম.এল.আই.এম. (গোল্ড), পি.এইচডি লাইব্রেরিয়ান

শিক্ষাকর্মী কর্মচারীবৃন্দ

১.	শ্রী হেমন্ত বসু	হেড ক্লার্ক অ্যাকাউন্টান্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
২.	শ্রী দিলীপ মালিক	ক্লার্ক ক্যাশিয়ার (অতিরিক্ত বিষয়)
৩.	শ্রী তপন কুমার মণ্ডল	ইলেকট্রিশিয়ান
৪.	শ্রীমতী বুলা মান্ডি	ক্লার্ক
৫.	শ্রী অমিয় মুখার্জী	ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
৬.	শ্রী লক্ষ্মণ পুইলে	ওয়াচম্যান
৭.	শ্রী সুকুমার দাস	লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট
৮.	শ্রী শম্ভু প্রসাদ	অফিস অ্যাটেনডেন্ট
১০.	শ্রী রণজিৎ পোড়েল	ওয়াচম্যান
১১.	শ্রী সুদীপ্ত মুখার্জী	ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
১২.	শ্রীমতী বনশ্রী রায় (সরকার)	ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
১৩.	শ্রী প্রবীর কোনার	জেনারেটর-কাম-পাম্প অপারেটর
১৪.	শ্রী সঞ্জয় কুমার পোড়েল	ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
১৫.	শ্রী চাঁদু মজুমদার	ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
১৬.	শ্রী সুশীল দাস	মালী (গার্ডেনার)
১৭.	শ্রীমতী শুক্লা দত্ত	অফিস অ্যাটেনডেন্ট
১৮.	সেখ মেহবুব রহমান	ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট

কলেজের চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১. শ্রী সৈকত নেগেল
২. শ্রীমতী সুনন্দা কুন্ডু
৩. সেখ আমজাদ আলি খান
৪. সেখ ফজলুল হক
৫. শ্রীমতি সরস্বতী মালিক
৬. শ্রী তারকনাথ মুখার্জী
৭. শ্রী পলাশ কাপাসি
৮. হাকিম আলি
৯. শ্রী দীপ দত্ত
১০. সেখ হাফিজুল
১১. শ্রী রাজু মল্লিক
১২. শ্যামসুন্দর খাঁ
১৩. আদুরী দাস
১৪. সেখ পায়েল বেগম
১৫. সেখ রুবিয়া
১৬. পবিত্র রায়
১৭. শ্রীমন্ত কোলে

হস্টেল স্টাফ

১. শ্রী রামবাহাদুর সিং
২. শ্রী পরেশ কর্মকার
৩. শ্রী অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় (অস্থায়ী)
৪. শ্রী হাবল দাস (অস্থায়ী)

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সাধারণ নির্দেশাবলী

১. কলেজ সকল ছাত্রছাত্রীকে একটি বৈধ পরিচিতি পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) প্রদান করে। যদি কেউ তা হারিয়ে ফেলে তবে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার পুনরায় আবেদন করতে হবে। আবেদন করার তিনদিন পর সকাল ১০টা থেকে ২টোর মধ্যে তা সংগ্রহ করা যাবে।

২. কলেজে ভর্তি এবং মাসিক/বার্ষিক সমস্ত রকমের ফি অনলাইনে জমা নেওয়া হয়।

৩. কলেজ ভর্তির সময় দেওয়া রসিদটি কলেজের যে কোনো কাজে প্রয়োজন হবে।

৪. কোন ছাত্রছাত্রী মাসিক বেতন না দিতে পারলে, লাইব্রেরিতে বই জমা না দিলে বা এন.সি.সি-র ড্রেস ফেরত না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফর্ম-ফিল্‌আপ করতে দেওয়া হবে না বা মার্কশিট দেওয়া হয় না।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন, সব ধরনের স্কলারশিপ্, স্টাইপেন্ড, ফর্ম ফিল আপের সময় সমস্ত কিছু তথ্য ছাত্রছাত্রীদের ‘নোটিশ বোর্ডে’ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উল্লিখিত থাকে। বিশেষ কিছু নোটিশ ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়ে থাকে।

৬. কমিপ্লিসান্ সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কসিট এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট কলেজ অফিস থেকে সংগ্রহ করার সময় প্রত্যেককে কলেজ ফি বুক ও অন্যান্য নথি দেখাতে হবে।

৭. ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, কলেজ লিভিং সার্টিফিকেট, ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট বা অন্যান্য সার্টিফিকেট কলেজ অফিস থেকে নেওয়ার জন্য তিনদিন আগে আবেদন করতে হবে।

৮. ফটোকপিতে প্রিন্সিপালের স্বাক্ষরের জন্য ফটো যথাসম্ভব হালকা রঙের এবং সাম্প্রতিক হওয়া বাঞ্চনীয়।

৯. যদি কলেজের কোনো ছাত্র ছাত্রী, অসুস্থতার কারণে বা অনিবার্য কোন কারণে, পরীক্ষা দিতে না পারে তবে তার অভিভাবককে বৈধ অভিভাবককে বৈধ কাগজপত্র নিয়ে পরীক্ষার ৫ দিনের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে দেখা করতে হবে।

১০. শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ও কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, ইলেকট্রিসি ও পানীয় জলের যথোচিত ব্যবহার করা সকল ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১১. শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বিশেষ আবেদন

শিক্ষার উন্নতিকল্পে সমগ্র কলেজ শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা একান্তভাবে কাম্য। এই সুন্দর সুস্থ পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের। নবাগত ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাই অনুরোধ তারাও যেন এব্যাপারে দায়িত্ববান হয়ে ওঠে।

SYAMSUNDAR COLLEGE
(AFFILIATED TO THE UNIVERSITY OF BURDWAN)
HEARTIEST WELCOME
NAAC PEER TEAM MEMBERS
AT
ON

ANNEX BUILDING, SYAMSUNDAR COLLEGE